জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – সেপ্টেম্বর ২০০৭/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘে বাংলাদেশের সরকার প্রধান গণতন্ত্র কোনও স্থির বিষয় নয়, 'চলমান প্রক্রিয়া'
* মিয়ানমারে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বিশেষ দুত পাঠাচ্ছেন বান কি-মুন
* 'উন্নত বিশ্বের জন্য শক্তিশালী জাতিসংঘ' গড়তে চান বান কি-মুন
* সাধারণ পরিষদ সভাপতি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা একটি নৈতিক দায়িত্ব
* দক্ষিণ এশিয়ার লাখ-লাখ বন্যার্তকে ইউনিসেফের ত্রাণ প্রদান অব্যাহত

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সরকার প্রধান গণতন্ত্র কোনও স্থির বিষয় নয়, 'চলমান প্রক্রিয়া'

২৭ সেপ্টেম্বর- বাংলাদেশের সরকার প্রধান আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বলেছেন, গণতন্ত্র একটি 'গতিশীল ও চলমান' প্রক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে গত জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ওই মাসে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। তারপর থেকে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনা করছে।

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, 'আমরা দেখেছি যে গণতন্ত্র স্থির কোনও বিষয় নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি কেবল ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের বিষয় নয়। এটি সামাজিক ন্যায় বিচার, জবাবদিহিতা ও জনগণের ক্ষমতায়নের বিষয়।'

তিনি বলেন, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন দুর্নীতি বাসা বেঁধে ছিল। এ কারণে দেশটির গণতন্ত্র চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে দেশটির নির্বাচনী বিজয়কে নস্যাৎ করা এবং নির্বাচনে জেতার এমন ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যেত যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আশাতীতভাবে মেরুকরণ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে সাধারন শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারা বিকশিত করতে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের রাজনীতিকে দুর্নীতি ও সহিংসতার কবল থেকে মুক্ত করতে হবে।'

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, বাংলাদেশ রাজনৈতিক সহিংসতা, দুর্বল শাসন ব্যবস্থা ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কোন বিরল ঘটনা নয়। এ ধরনের দেশগুলোতে বিশেষ করে সহিংসতা পরবর্তী দেশে 'গণতন্ত্র অবশ্যাম্ভাবী রূপে সুশাসন নিশ্চিত করে না।'

তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাদের যে সমস্যা ও তা সমাধানে তাদের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

মিয়ানমারে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বিশেষ দুত পাঠাচ্ছেন বান কি-মুন

২৬ সেপ্টেম্বর- মিয়ানমারের পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ সেখানে তার বিশেষ দুত পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আবারও মিয়ানমার সরকারকে চলমান শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভের প্রতি সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন।

মহাসচিবের মুখপাত্রের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, বল প্রয়োগ এবং গ্রেপ্তার ও মারধরের ঘটনার কথা উলে-খ করে বান কি-মুন আবারও দেশটির সরকারকে চলমান শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভ কর্মসুচির প্রতি সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা এ ধরনের ব্যবস্থা কেবল মিয়ানমারের শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা নস্যাৎ করতে পারে।

মহাসচিব আজ বিকেলে মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাইয়ান উইনের সঙ্গে এক বৈঠক করেন। তিনি তার বিশেষ দুত ইব্রাহিম গাম্বারির মিশনকে পুর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদানের জন্য দেশটির উর্ধ্বতন নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জাতিসংঘের

আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে মিয়ানমারে এ মিশন পাঠানো হচ্ছে।

জাতিসংঘের মুখপাত্র ম্যারি ওকাবে নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের বলেন, মিয়ানমার সরকার এখনো গাম্বারির মিশনকে গ্রহণ না করলেও তিনি এ অঞ্চলে থাকবেন। সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্র তিনি তার কার্যক্রম শুরু করবেন।

গাম্বারি আজ বিকেলে সর্বশেষ ঘটনা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করার পর চলতি মাসের জন্য পরিষদের সভাপতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রদুত জ্যঁ-মৌরিস রাইপার্ট এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। এতে গাম্বারির সফরের প্রতি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জোরালো সমর্থনের কথা উলে-খ করা হয়। একই সঙ্গে এতে কর্তৃপক্ষের পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব বিশেষ দুতকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাইপার্ট বলেন, পরিষদের সদস্যরা মিয়ানমারের এ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গত মাসে এ বিক্ষোভ শুরু হয়। সম্প্রতি এ বিক্ষোভের সঙ্গে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু যোগ দেয়।

বিক্ষোভকারীদের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার লুইস আরবার আজ মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে শান্তি পুর্ণ বিক্ষোভ করতে দেওয়া এবং পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে চলার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'অতিরিক্ত বল প্রয়োগ এবং শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভকারীদের অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা আন্তর্জাতিক আইনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।'

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে গ্রেপ্তার হওয়া বিক্ষোভকারীদের ব্যাপারে এবং বিরোধী নেত্রী অং সান সুচির মঙ্গল নিয়েও আরবার উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

'উন্নত বিশ্বের জন্য শক্তিশালী জাতিসংঘ' গড়তে চান বান কি-মুন

২৫ সেপ্টেম্বর- মহাসচিব বান কি-মুন আজ সকালে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তার প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এ সময় তিনি বিশ্বের স্বার্থে জাতিসংঘকে আরও জোরদার করতে তার পদক্ষেপকে সমর্থন জানাতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বান কি-মুন বলেন, 'আমাদের পরিবর্তনশীল বিশ্বের আজ একটি জোরদার জাতিসংঘ দরকার। আমার লক্ষ্য হচ্ছে- বিশ্বের মঙ্গল সাধনের জন্য দক্ষ, বাস্ত বসম্মত, জবাবদিহিমুলক, চমৎকার, সৎ ও গর্বিত প্রশাসন তৈরি করা।'

গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে তিনি গতকাল অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের বিষয় থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিবর্তন করা দরকার।'

জানুয়ারিতে মহাসচিবের দায়িত্ব নেওয়া বান কি-মুন বড় বড় কথার চেয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আরও মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। শান্তিরক্ষা মিশন পুর্নগঠনে পুর্ববর্তী সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি রাজনৈতিক দপ্তরকে আরও জোরদার করার মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

উচ্চ ঝুঁকির কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, 'সুপরিকল্পিত ও কার্যকর প্রতিরোধমুলক কুটনীতি অনেকের জীবন বাঁচাতে ও অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঠেকাতে পারে।'

বিশ্বের সংঘাতপুর্ণ স্থানগুলোর কথা উলে-খ করে মহাসচিব দারফুরের সহিংসতা বন্ধে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করেন। একই সঙ্গে তিনি সুদান সরকারের প্রতি জাতিসংঘের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যৌথ সমন্বিত শান্তি আলোচনায় যোগ দেওয়ার এবং যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'বিভিন্ন কারণে দারফুরে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপত্তা, রাজনীতি, সম্পদ, পানি, মানবতা ও উন্নয়ন বিষয়ে অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। তা ছাড়া আমাদের সহিংসতার মুল কারণ নিয়ে কাজ করতে হবে, যদিও তা জটিল ও জট পাকানো।'

মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে মহাসচিব সহিংসতা ও দখলদারিত্ব বন্ধ এবং ইসরায়েলের সাথে শান্তিতে বসবাসরত শান্তিপুর্ণ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানান। তিনি ইসরায়েল ও আরব রাষ্টগুলোর মধ্যে সমন্বিত আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'শান্তির জন্য মধ্যপ্রাচ্যে পক্ষচতুষ্টয়ের দুত টনি বে-য়ারের কার্যক্রমের পাশাপাশি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা শান্তির জন্য নতুন করে একযোগে পদক্ষেপ নিচ্ছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়ার ফেডারেশন ও যুক্তরাষ্ট্র এ পক্ষচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বান কি-মুন বলেন, 'আমরা একান্তভাবে আশা করছি যে, জাতীয় আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে লেবাননের জনগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা পুনপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। তাদের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা এটি করবে।'

তিনি বলেন, ইরাকে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশবাসীকে মানবিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রয়েছে।

মহাসচিব আফগানিস্তানে মাদক চোরাচালান এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন বন্ধে পদক্ষেপ জোরদার করারও আহ্বান জানান।

তিনি আবারও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের প্রতি সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং বিলম্ব না করে দেশবাসীর উদ্বেগের বিষয়গুলোতে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশি-ষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানান।

কোরিয়ার সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথা উলে-খ করে সে দেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বান কি-মুন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, দুই কোরিয়ার আসন্ন সম্মেলন শান্তি , নিরাপত্তা ও দুই অংশের শান্তিপুর্ণ একত্রীকরণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি করবে।

তিনি পরমাণু কর্মসুচি নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছার ব্যাপারেও আশার কথা শোনান। তিনি বলেন, 'আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র পুরোপুরি ধ্বংস করা।

মহাসচিব জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গতকালের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একমত সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, 'কাজ শুরুর সময় এখনই।'

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি মুল্যায়ন করে তিনি একটি মিশ্র চিত্র তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি যাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন তাদেরকে সাহায্য করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'দরিদ্র দেশগুলোকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করতে আমরা যতদিন ধরে সাহায্য করছি তাতে আমাদের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করা এখনও সম্ভব।' সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য হচ্ছে ২০০০ সালে জাতিসংঘ নির্ধারিত দারিদ্র্যবিরোধী বেশ কিছু পদক্ষেপ।

মহাসচিব বলেন, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলকে অবশ্যই বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষায় ধারাবাহিকতার সঙ্গে ও নিরপেক্ষভাবে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করায় দায়িত্ব নিতে হবে।

বান কি-মুন গত সপ্তাহ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় ও সংকট নিয়ে ব্যাপক কুটনৈতিক কর্মকা চালাচ্ছেন। তিনি বহুপাক্ষিকতাবাদের পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেন। তিনি বলেন, একের ওপর অন্যের নির্ভরশীতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব এখন স্বীকার করছে যে, জাতিসংঘের মাধ্যমেই আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা হবে উৎকৃষ্ট পন্থা। প্রকৃতপক্ষে সেগুলো কেবল জাতিসংঘের মাধ্যমেই মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে।

চলতি বছরের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে কমবেশি ১৯৩ জন বক্তা অংশ নিচ্ছেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৭০ জন রাষ্ট্রপ্রধান এবং ৩০ জন সরকার প্রধান। ওই অধিবেশন ৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলার কথা।

আজকের উদ্বোধনী অধিবেশনের পর থেকে কয়েকদিন জলবায়ু পরিবর্তন, দারফুর সংকট, ইরাক, আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বেশ কয়েকটি বৈঠক হবে। এ ছাড়া কসোভোর স্থায়ী ভবিষ্যত মর্যাদার মতো জটিল কিছু বিষয় নিয়ে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

মহাসচিব আগামী দুই সপ্তাহে ১০০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান বা মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সাধারণ পরিষদ সভাপতি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা একটি নৈতিক দায়িত্ব

২৪ সেপ্টেম্বর- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সার্জান কেরিম বলেছেন, তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক উপাত্তের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার একটি নৈতিক দিক রয়েছে। আজ নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক এক ঐতিহাসকি সভায় বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

কেরিম বলেন, বিষয়টি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানও সম্পূর্ণ একমত। তিনি 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া'কে চলতি বছরের সাধারণ আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে মনোনীত করেছেন। আগামীকাল এই বিতর্ক শুরু হবে।

তিনি আরও বলেন, সর্বত্র ইকো সিস্টেম , অর্থনীতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব রয়েছে। তবে আমাদেরও মানব জাতির প্রতি নৈতিক কিছু দায়িত্ব রয়েছে।

কেরিম উলে-খ করেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গত মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের বিষয়বস্তুগত আলোচনা ও সাধারণ আলোচনাসহকারে আজকের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান আসন্ন আলোচনার ক্ষেত্রে একটি নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। আগামী ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে এখন পর্যন্ত আজকের আলোচনাতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন।

ওই বৈঠকে সমস্যা সমাধান, অভিযোজন, বিশ্ব কার্বন বাজার এবং ২০১২ সালে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিষয় নির্ধারণ করতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা খোঁজা হবে। প্রসঙ্গত, গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনহ্রাসে বর্তমান বৈশ্বিক কাঠামো হলো কিয়োটো প্রটোকল।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি বলেন, সমস্যার সমাধানসমূহ ব্যবহারের সুযোগ অবশ্যই বৈশ্বিক হতে হবে। কেননা, সব দেশ, শহর ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

তিনি বলেন, এখন আমাদের সামনের পথ সম্পর্কে একটি যাচাই করার ও এটি সম্পর্কে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে এমন এক কৌশল প্রয়োজন যাতে করে আমরা সবাই সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। ওই পথকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে সামনে অগ্রসর হতে তিনি জাতিসংঘ ও এর সদস্য দেশসমূহ উভয়ের জন্য একটি সমন্বিত রোডম্যাপ তৈরির প্রস্তাব দেন।

দক্ষিণ এশিয়ার লাখ-লাখ বন্যার্তকে ইউনিসেফের ত্রাণ প্রদান অব্যাহত

২১ সেপ্টেম্বর- প্রচন্ড বৃষ্টিপাত শুরুর পর প্রায় তিনমাস ধরে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও এর সহযোগিরা বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের লাখ-লাখ মানুষকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এসব দেশের মানুষজন এখনো বন্যা ও ভূমিধ্বসের ফলে সৃষ্ট প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভারত সরকারের মতে, বন্যায় ২,৬১৪ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এর ফলে ৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বিহারে সরকারের সহায়তায় ইউনিসেফ ৫০টি মাতৃ স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এছাড়াও মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের চিকিৎসার জন্য তারা দুটি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং ৬০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ২৫০টিরও বেশি বিকল্প বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

ভারতের সর্বত্র ইউনিসেফ ও অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন জরুরি স্বাস্থ্য সেবা ও পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণ সরবরাহ করছে। তারা নিরাপদ খাবার পানি , পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে স্কুলসমূহ পুনরায় খোলা অথবা বিকল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউনিসেফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান মেডিকেল টিম সারা ভারতজুড়ে ছয় লাখেরও বেশি বন্যার্ত মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছে।

দ্বিতীয় দফা বন্যার কবল থেকে বাংলাদেশ এখনো পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। বন্যায় দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৯৪৬জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এক কোটি ৩৩ লাখ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে যে সব জিনিসের খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে ইউনিসেফ ও জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা সে ব্যাপারে একটি দ্রুত মুল্যায়ন শেষ করেছে।

এখন পর্যন্ত ইউনিসেফ তাদের মজুদ করা ৩৮০ মে. টন প্যাকেট বিস্কুটের প্রায় অর্ধেক বিস্কুট বিতরণ করেছে। এছাড়াও তারা নয় হাজার গৃহস্থালি সামগ্রী, ৫,৫০০ বিনোদন সামগ্রী, ১,৫০০ জরুরি শিক্ষা উপকরণ এবং ৪৭,০০০ প-াস্টিক শিট বিতরণ করেছে।

নেপাল রেডক্রস সোসাইটি জানিয়েছে, বর্ষাকালীন ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে দেশটিতে এখন পর্যন্ত ১৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫ লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ। ইউনিসেফ ১২ হাজার মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণসহ বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সামগ্রি বিতরণ করেছে।

জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণে থাকা পিপলস লিবারেশন আর্মির সেনানিবাসগুলোতে প্রায় ৪ হাজার বোতল পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

ইউনিসেফ ৪০ হাজার ওষুধ মেশানো মশারি এবং প্রায় ২০ হাজার শিশুকে আরও ভালোভাবে শিক্ষা দিতে স্কুলে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন সামগ্রি বিতরনের উদ্যোগ নিয়েছে। একইসঙ্গে তারা ২৪টি জেলায় নষ্ট হয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি পানি উত্তোলন ব্যবস্থার পুনর্বাসন করার উদ্যোগ নিয়েছে। সংস্থাটি নারী কম্যুনিটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণের বিষয়েও সাহায্য করছে। এসব স্বেচ্ছাসেবী সাত জেলায় হাত ধোয়া প্রচারণা চালাবে এবং পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণ বিতরণ করবে।

পাকিস্তানে বন্যায় ৪২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তিন লাখ ৭৭ হাজার মানুষ তাদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িতে ফিরতে পারেনি। ইউনিসেফ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। একইসঙ্গে তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা করছে এবং অসহায় নারী ও শিশুদের সেবা দিচ্ছে।

ইউনিসেফ এখন পর্যন্ত ২২লাখ সাত হাজারেরও বেশি মানুষের কাছে নিরাপদ পানি সরবরাহ করেছে। তারা ২ লাখ ২৪ হাজার শিশুকে হামের টিকা দিতে সহায়তা করেছে এবং ১৫৩টি স্কুল-ইন-এ-বক্স কিটস্ সরবরাহ করেছে। এসব বাক্সের প্রতিটির মধ্যে রয়েছে ফ্লিপচার্ট প্যাড, মার্কার, কলম, রঞ্জিন পেন্সিল, রাবার, অনুশীলন খাতা, রুলার, পেন্সিল, চক ও চকবোর্ড।

ইউনিসেফ ৮০ টি ভ্রাম্যমান শিশু প্রতিরক্ষা টিম গঠনে সহায়তা করেছে এবং তিন লাখ দুঃস্থ মেয়ে, ছেলে, নারী ও তাদের পরিবারকে বাঁচাতে শিশু ও নারী বান্ধব ৪০টি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়াও তারা এসব কেন্দ্রে অপুষ্টির শিকার তিন হাজার শিশু, গর্ভবতী এবং সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান এমন মায়েদের মধ্যে প্যাকেট বিস্কুট বিতরণ করেছে।

** ** **